যায়যায়দিন

তারিখ 13 DEC 2012
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

বিইউবিটি : গলাকাটা এক বিশ্ববিদ্যালয়

ইউজিসিকে মিথ্যা রিপোর্ট দিয়ে লাখ লাখ টাকার রাজস্ব ফাঁকি

যায়যায়দি রিপোর্ট

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে (ইউজিসি) মিথ্যা রিপোর্ট দিয়ে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে গলাকাটা ফি আদায় করছে বেসরকারি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি (বিইউবিটি)। একদিকে পড়াশোনার মান নিম্ন, তার ওপর নিয়ন্ত্রণহীনভাবে মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়ে বাজারমুখী সার্টিফিকেট বিক্রি করে লাখ লাখ টাকার ব্যবসা করছে এই প্রতিষ্ঠানটি। অভিযোগ উঠেছে, লাগামহীন বেতন ও ফি আদায় করলেও রাজস্ব ফাঁকি দেয়ার জন্য সুকৌশলে বিশ্ববিদ্যালয়টির আর্থিক বিবরণীতে আয়-ব্যয় সমান দেখিয়ে তা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনে (ইউজিসি) জমা দেয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয় : পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

বিশ্ববিদ্যালয় : গলাকাটা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ইউজিসি সূত্রে জানা গেছে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ মাথাপিছু ব্যয় করতে হয় এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের। কিন্তু ইউজিসিতে জমা দেয়া আর্থিক বিবরণীতে বিশ্ববিদ্যালয়টি আয়-ব্যয়ে সমানে (ব্রেক ইভেন পয়েন্ট) আছে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়টির মাথাপিছু ব্যয়ের পরিমাণ প্রতি বছর যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে তা মোটেও কাঙ্ক্ষিত নয় বলে মন্তব্য করেছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর তদারকি প্রতিষ্ঠান ইউজিসি।

সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়টি তাদের আর্থিক প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে, আন্ডার গ্রাজুয়েট প্রোগ্রামে বিবিএতে (মেজর ইন অ্যাকাউন্টিং, ফিন্যান্স, মার্কেটিং, মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা) পড়াশোনা বছর মাত্র দুই লাখ ৮৫ হাজার টাকা। কিন্তু প্রকৃত তথ্য হলো- এ কোর্সে বিশ্ববিদ্যালয়টির প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে পাঁচ থেকে ছয় লাখ টাকা দিতে হয়। এভাবে প্রতিটি কোর্সেই বছর কম দেখিয়ে বিপুল পরিমাণ রাজস্ব ফাঁকি দিচ্ছে প্রতিষ্ঠানটি। বেশিরভাগ কোর্সেই নিয়মিত শিক্ষার্থী ভর্তি ছাড়াও সান্ধ্যকালীন শিফট, উইকেন্ডে (শুক্র ও শনি) শিফট চালু করেছে তারা।

জানা গেছে, ২০০৩ সালে রাজধানীর মীরপুরে বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। ঢাকা কমার্স কলেজের সুনামকে পুঁজি করে কলেজের উদ্যোক্তরা বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার সুযোগ নেন। ঢাকা কমার্স কলেজের বিরুদ্ধেও একইভাবে গলাকাটা বেতন ও ফি আদায়ের অসংখ্য অভিযোগ রয়েছে। তবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি সরকারের জবাবদিহিতার বাইরে থাকার কৌশল হিসেবে 'এমপিওভুক্ত' হয়নি। ননএমপিও থাকার সুযোগ নিয়ে কলেজটি শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের পকেট কেটে চলেছে। বিইউবিটিও একই পথ অনুসরণ করছে বলে অভিযোগ শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের।

শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেন, এটা বিশ্ববিদ্যালয় নয়, উচ্চ শিক্ষার কিন্ডারগার্টেন। বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে মেধা, মনন, উদ্ভাবনী ও সৃজনশীলতার কেন্দ্রস্থল। কিন্তু এখানে ইট, কংক্রিটের অ্যাপার্টমেন্টে শ্রেণীকক্ষ বানিয়ে নামমাত্র পাঠদান এবং সার্টিফিকেট বিক্রির আয়োজন করা হয়েছে। আলো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিয়মিত কনভোকেশন করলেও বিইউবিটি প্রতিষ্ঠার পর মাত্র একবার কনভোকেশন করেছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন শিক্ষার্থী বলেন, নিয়মিত সেমিস্টার ফি ছাড়াও নামে বেনামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি নানা ধরনের ফি আদায় করছে।

সুযোগ নেই বাংলা ভাষা শিক্ষার

অনুসন্ধানে দেখা গেছে, ১৯৫২ সালে এক সাগর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত মাতৃভাষা ও রাষ্ট্রভাষা বাংলার প্রতি ন্যূনতম শ্রদ্ধাবোধ নেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির। বাংলা ভাষার কোনো কোর্সতো দূরে থাক সেখানে বাংলা চর্চারই কোনো সুযোগ নেই। যেসব কোর্সে দু'হাতে টাকা কামানো যাবে সেসব কোর্স খুলে কেবল সার্টিফিকেট বাণিজ্য চালাচ্ছে তারা। বিবিএ, এমবিএ, ইংরেজি, কম্পিউটার সায়েন্স, এলএলবি, এলএলএমের মতো কোর্সগুলোতে নিয়মিত শিক্ষার্থী ভর্তি ছাড়াও ইভিনিং শিফট, উইকেন্ডে শিফটে হরদম শিক্ষার্থী ভর্তি নিচ্ছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় স্নাতক, স্নাতকোত্তর কিংবা বাংলা বিষয়ে শিক্ষার কোনো সুযোগ নেই এখানে।

সম্প্রতি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধির জন্য সব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার ওপরে আবশ্যিক কোর্স চালুর ব্যাপারে ইউজিসির সিদ্ধান্তের কথা জানা গেছে। ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরী এ প্রসঙ্গে বলেন, মাতৃভাষাকে উপেক্ষা করে অন্য কোনো ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন সম্ভব নয়। বাংলা ভাষা-মাধ্যমে জ্ঞানের রাজ্যে অবাধ বিচরণের জন্য এ ভাষার উন্নয়ন সাধন এবং একে বিজ্ঞানসম্মত করা জরুরি। এ ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে উদ্যোগী হতে হবে। রক্তের বিনিময়ে অর্জিত যে বাংলা ভাষা তার মর্যাদা রক্ষা ও উৎকর্ষতা সাধনে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে অবশ্যই দায়িত্বশীল হতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মানোন্নয়নে বিভিন্ন গবেষণা ও নিয়মিত প্রকাশনা (জার্নাল) থাকার বিধান থাকলেও বিইউবিটিতে তা নেই।

বিশিষ্টজনদের মন্তব্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য এবং ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ড. একেএম গোলাম রব্বানী বলেন, সরকার গুরুত্বের সঙ্গে উচ্চ শিক্ষাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানের চেষ্টা করছে। এজন্য ইতোমধ্যেই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ক্ষেত্রে কেশকিছু নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। তবে এখনো পর্যন্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো 'মার্কেটিং ইকোনমি' থেকে সরে আসতে পারেনি। তারা শিক্ষকে 'ব্যবসায় শিক্ষায় পারদর্শী' একমুখী করার চেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে।

অধ্যাপক রব্বানী বলেন, উচ্চ শিক্ষাকে অন্তরে ঢেলে সাজাতে হবে। অধিকতর বাণিজ্যমুখী না হয়ে দক্ষ জনশক্তি তৈরি করতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে এগিয়ে আসতে হবে। মানবিক ও বিজ্ঞানসহ বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা চালুর জন্য প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সদস্য ও পপুলেশন সায়েন্স বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম বলেন, দেশে অনেক শিক্ষার্থীই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার সুযোগ পায় না। এজন্য প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজন রয়েছে। তবে সেসব প্রতিষ্ঠান যেন সুনাগরিক ও দক্ষ মানুষ তৈরি করতে সাহায্য করে। তা যেন বাণিজ্য পসরের মাধ্যম না হয়ে দাঁড়ায়। এ ধরনের বিশ্ববিদ্যালয়ের যথার্থভাবে শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনা করছে কি না তা তদারকিতে সরকার ও ইউজিসিকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান তিনি।

এ বিষয়ে বিইউবিটির উপ-নিবন্ধক এএইচএম আজমল হোসেনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'এসব বিষয় নিয়ে এখন কথা বলতে পারব না। আমি এখন ব্যক্তিগত জীবন উপভোগ করছি।' কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের নিবন্ধক (রেজিস্ট্রার) হলেন একজন সার্বক্ষণিক কর্মকর্তা- এ বিষয়টি মনে করিয়ে দিলে তিনি বলেন, 'আমি ডেপুটি রেজিস্ট্রার, রেজিস্ট্রার নই।' এরপর বিশ্ববিদ্যালয়টির সংশ্লিষ্ট অন্য কারো সঙ্গে যোগাযোগের জন্য তার কাছে সহযোগিতা চাইলে তিনি বলেন, 'এসব বিষয়ে কথা বলার জন্য আমি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। তবে এখন কথা বলতে পারব না। আপনার ফোন নম্বর দিন, পরে আমি যোগাযোগ করব।' কিন্তু তিনি আর যোগাযোগ করেননি।